নীলুদা - যেমন দেখেছি

অমিত সিকিদার , ১৮ জুলাই ২০২০

অর্ধ শতাব্দী আগেও চলনে বলনে , পোষাক পরিচ্ছদে এ শহরে অভিজাতদের শ্রেনী রক্ষার এক তাগিদ ছিল। জন্মসূত্রে নীলুদার এসব প্রাপ্তি ঘটেছিল। তাঁর বাবা নলিনাক্ষ চৌধুরী ছিলেন এতদ অঞ্চলের নামি দামী ডাক্তার। শুধু শহরে নয়, দূর দূরান্তেও তাঁর ক্ষাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। ডাক্তার বাবু ছিলেন আভিজাত্যের প্রতীক। খেলাধুলা, জনসেবা, পড়াশোনা, সাহিত্য সংস্কৃতিতে ছিলেন ভীষন আগ্রহী। থাকতেন মানুষের কাছাকাছি। কিন্তু তবুও ব্যাক্তিত্বের ভারে ছিলেন অনেক দূরে। মানুষ তাঁকে সমীহ করত তাঁর রুচিশীল জীবন যাপনের ধরন ধারনে।

এসব কিছুর প্রভাব পড়েছিল নীলুদার জীবনে। নীলুদা সেই কৈশোর কাল থেকেই আভিজাত্য শাষিত জীবনের বেড়া ডিঙিয়ে হয়ে পড়েছিলেন মুক্ত বিহঙ্গ। সেইসব দিনের অতি সাধারণ যাপন এবং সমাজে মিলেমিশে একাকার হয়ে যান। তবু যেন নীলুদাকে আলাদা ভাবে চেনা যেত। সদা হাস্যোজ্জ্বল , দুরন্ত , চঞ্চল তরুণ নীলুদা একসময় চারিদিকে,সবকিছুতে,সবার সাথে। কিন্তু বাবার অকাল মৃত্যুর পর নীলুদার কাঁধে এসে পড়ল পরিবারের গুরুভার। শুরু হলো জীবন সংগ্রাম। শুধু বদলালো না সেই হাসি। সেই ইতিবাচক শারিরীক ভাষা, কথা,কর্মপ্রেরণা।

অনেক দুঃখ সয়ে, অনেক ঘাত প্রতিঘাত জয় করে সবকিছুকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে তার সেই অমলিন মুখশ্রী নিয়েই অবশেষে নীলুদা পাড়ি দিলেন দিব্যধামে।

আমাদের পরিবারের সাথে তার পরিবারের সম্পর্ক দীর্ঘ ষাট সত্তর বছরের। আমার ছেলেবেলা থেকেই দেখেছি নীলুদাকে - অনেক কথা অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে যা এই সল্প পরিসরে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

নীলুদার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি ...

©IshanKotha

কালার জেনারেটার ... নীলুদা

কমলেশ ভট্টাচার্য , ১৮ জুলাই ২০২০

আমার বাড়ির এক বিবাহ অনুষ্ঠানে অনেক বছর আগে অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাজানো এস্রাজের ক্যাসেট বাজাচ্ছিলাম খুব আস্তে, দুপুরের পঙক্তি ভোজন চলছিল - নীলুদা জমিয়ে রাজা-উজির মারছিলেন। খাওয়া শেষ করে একমুখ পান ঢুকিয়ে হঠাৎ আমাদের সদ্য যুবক বন্ধুদের মাঝখানে চেয়ার টেনে বসে কিছুক্ষন চুপচাপ বাজনা শুনলেন। তারপর আমাদের সবাইকে বিস্মিত করে বললেন, রাগ জৌনপুরী তাই এস্রাজে এত ভাল লাগছে। এই কুদরত্-ই-রঙ্গীবিরঙ্গি, বহু বিষয়ে ওয়াকিবহাল, মজাদার কালার জেনারেটার মানুষটার প্রয়াণে মনটা বিষণ্ণ লাগছে। আর কোনদিন দুপুরে রাস্তা থেকে ডেকে নিয়ে একটা বয়সে স্বপনকুমারের বই বা পরিণত যৌবনে সেতারে বিলায়েত খাঁ শোনানো লোকটির সাথে দেখা হবে। তাঁর রুচিবোধের সূক্ষ্ম দিক আর স্নেহপ্রবণতার ছোট মীড়গুলো তাঁর আত্মা-পরিচিতি হয়ে মনে পড়ে যাবে মাঝে মাঝে